UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 51 ❑ 07 Mar., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ফের মতুয়াগড়েই আস্থা রাখল বিজেপি

প্রতিনিধিঃ লোকসভা নির্বাচনে ফের মতুয়া ঠাকুর বাড়ির সদস্যের উপরেই ভরসা করলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব । শনিবার লোকসভা ভোটের প্রাথমিক যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব, তাতে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে বনগাঁর বর্তমান সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে ।

শান্তনু মতুয়া ঠাকুরবাড়ি ছোট ছেলে এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি । ২০১৯ সালের ভোটে শান্ত নু ঠাকুর পরাজিত করেছিলেন তার জেঠিমা তথা তৃণমূল প্রার্থী মমতা ঠাকুরকে । ব্যবধান ছিল এক লক্ষেরও বেশি ভোট । পরবর্তীকালে তাকে কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল ।

শনিবার সন্ধ্যায় শান্তনু ঠাকুরের নাম ঘোষণা হতেই বিজেপির একাংশের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় । বিজেপির একটা বড় অংশ অবশ্য নিশ্চুপ ছিল । বনগাঁতে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরবার বিজেপি নেতৃত্ব । সবনেতা বিধায়ককে এক মঞ্চে কার্যত দেখাই যায় না । প্রার্থী ঘোষণার পর

‘গত পাঁচ বছরের বেশিরভাগ সময় কোভিডের কারণে কাজ করতে পারিনি’’— শান্তনু

বিজেপির সব নেতৃত্ব এক ছাতার তলায় আসে কিনা সেটাই এখন দেখার । শান্ত নুকে প্রার্থী করায় তৃণমূল অবশ্য খুশি । দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "গত পাঁচ বছর শান্ত নু ঠাকুর এলাকায় কোন উন্নয়ন করেনি । এলাকায় তাকে দেখাও যায়নি । পাশাপাশি মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটাও পালন করতে পারেনি । ফলে শান্তনুর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে । ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে । যদিও শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'গত পাঁচ বছরের বেশিরভাগ সময় কোভিডের কারণে কাজ করতে পারিনি । তবে যতটুকু সময় পেয়েছি মানুষের কাজ করেছি । সাংসদ হিসেবে রাজ্যে সব থেকে বেশি কাজ আমিই করেছি ।

এদিকে রবিবার সকাল থেকে বনগাঁ মহকুমায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ শুরু করেছে । বনগাঁ থানার মনিগ্রাম, বাগদার করঙ্গ, গাইঘাটার জলেশ্বর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিয়েছে । মানুষের ভরসা যোগাতে তাদের সঙ্গে কথাও বলেছেন জওয়ানেরা ।

বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন, 'দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে । রবিবার থেকে প্রতিটা থানা এলাকায় টহল শুরু হয়েছে । এখন থেকে নিয়মিত টহল চলবে । যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল । তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'ভোট ঘোষণার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে গ্রামে গ্রামে টহল দেওয়াচ্ছে কেন্দ্র সরকার। শান্ত বনগাঁকে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে । ভোটে মানুষ এর জবাব দেবেন ।

‘গদ্য পুরস্কার-২০২৪’-এ সম্মানিত হচ্ছেন কথা সাহিত্যিক অমিত বিশ্বাস

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন ঃ নবপ্রজন্মের শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক অমিত কুমার বিশ্বাস পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হলেও বাংলা কথা সাহিত্যের ময়দানে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর লেখায় বারবার ফুটে ওঠে গ্রাম বাংলার নিপীড়িত, শোষিত মানুষের ছবি। তাঁর ‘পাঁচকুড়ুনির মা’ বহুল সমালোচিত ও প্রশংসিত তেমনই একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্যই তিনি পাচ্ছেন গদ্য পুরস্কার-২০২৪। বসিরহাট মহকুমা ভাষাচর্যা পরিষদ ও শ্রাবন্তী আয়োজিত ৯ বর্ষ বসিরহাট লিটিল ম্যাগাজিন মেলা প্রাঙ্গন থেকে সাহিত্যিকের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেবেন মেলা কর্তৃপক্ষ। নীল সাহেবদের নিজেদের প্রয়োজনে মানভূম-সিংভূম অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্মের টিকে থাকার সংগ্রাম কাহিনীই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কাহিনীর পটভূমি বনগাঁ মহকুমার জানিপুর,

মুণ্ডাপাড়া, মোল্লাহাটি; যেখানে এখনও বিদ্যমান নীলচাষের জীবাশ্ম। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের উচ্ছেদের এ কাহিনী চিরন্তন।

জমি জটে থমকে প্রাথমিক স্কুল

৪ দশকের লড়াইয়ে ৮৩’র বৃদ্ধ সেদিনের প্রধান শিক্ষক

জয় চক্রবর্তীঃ সেদিনের প্রধান শিক্ষক আজ ৮৩ বছরের বৃদ্ধ। ৪৬ বছর আগে শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বপ্নের ইংরেজি মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুল চালুর চেষ্টা আজও ছাড়েনি তিনি। মহকুমা শাসক, জেলাশাসক

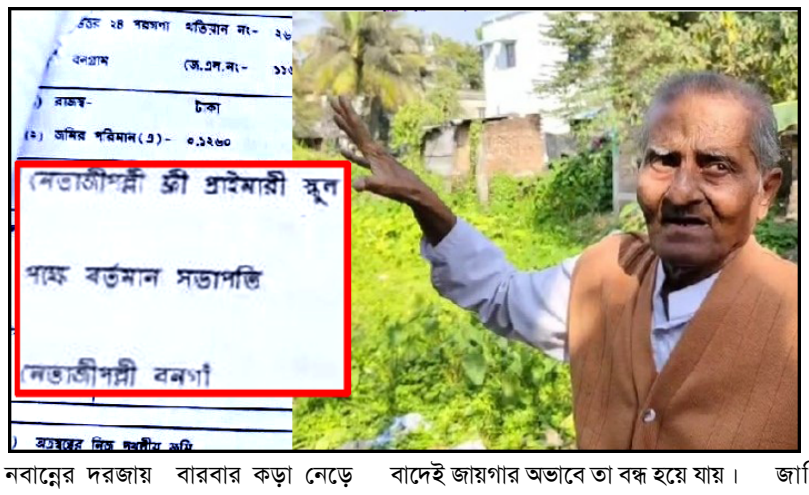

নবান্নের দরজায় বারবার কড়া নেড়ে অনেকটা এগোলেও এখনো প্রশাসনিক জটিলতায় থমকে রয়েছে স্কুল। গ্রামের পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল চালুর আগে তার মৃত্যু নেই জানিয়ে নিয়মিত প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে ছুটে চলেছেন বছর ৮৩র বৃদ্ধ সমীরণ চন্দ্র দে ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজি পল্লীতে বহু অনুন্নত পরিবারের মানুষ রয়েছে। এলাকায় প্রায় ৫০০ পরিবারের বাস। প্রত্যেকেই তাদের জীবন জীবিকা চালায় দিনমজুরি করে। এলাকায় শিক্ষা দীক্ষার বালাই নেই। সেই কথা ভেবেই ৪৬ বছর আগে এলাকার মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল। ওই এলাকারই বাসিন্দা সমীরণ দে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলটি শুরু হওয়ার বছরখানেক বাদেই জায়গার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়।

সমীরণ বাবু জানিয়েছেন, এলাকায় একটি জায়গা মিললেই সেখানে স্কুলটি নতুন করে শুরু হবে জানতে পেরেই লড়াই টা শুরু করি। জমি দেখা হয়, জমির পরিমাণ ৮ কাটার একটু বেশি। জমি মালিকের কাছ থেকে সেই জমি দানের মাধ্যমে স্কুল তৈরীর সম্মতিও মেলে। শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে জমিদাতার টাকা বরাদ্দ হলেও কোন অজানা কারণে সেই জমিতে স্কুল তৈরির কাজ কাজ থমকে রয়েছে।

সমীরণ বাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের গাফিলতিতেই পরিত্যক্ত জমিতে মাটি ফেলা হয়নি আজও। তবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে নেতাজি পল্লীর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরীর যাবতীয় ছাড়পত্র মিলেছে বহুকাল আগেই। দিশেহারা বৃদ্ধ তার স্কুল তৈরীর স্বপ্ন পূরণ করতে ছুটে গিয়েছেন দিল্লি পর্যন্ত। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের তরফে স্কুল তৈরীর খরচে যাবতীয় ছাড়পত্র মিললেও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের উদাসীনতায় আর অবহেলায় থমকে রয়েছে স্কুল তৈরির কাজ।

সমীরণ বাবুর এই লড়াইতে সামিল হয়েছেন এলাকার বহু মানুষ। তারা জানিয়েছেন, 'গরিব এলাকা । দূরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর ক্ষমতা তাদের নেই। তারা চান স্কুলটি হোক, তাই সমীরণ দাদুর লড়াইতে তারা সামিল হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বৃদ্ধ সমীরণবাবু ও তার প্রতিবেশীরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে গ্রামে শিক্ষার প্রসারের কথা বলছেন। অথচ প্রশাসনিক জটিলতায় স্কুল তৈরির কাজ থমকে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্কুল তৈরির প্রার্থনা জানিয়ে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। বলেন, দিদি যদি একটু নজর দিতেন, তবে কাজটা খুব সহজে হতো।

কেটেছে প্রায় ৪৬ বছর। শরীরটা আজ আর ভালো নেই। তবু হাল ছাড়েননি বৃদ্ধ। কচিকাচার পাঠশালার জন্য আজও প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। স্কুল তৈরি না হলে তার মৃত্যু নেই বলে জানালেন তিনি। এ বিষয়ে বনগাঁ মহকুমা শাসক ভূমি ও সংস্কার আধিকারিক এর কোন বক্তব্য মেলেনি।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৫১ ❐ ০৭ মার্চ, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

চাকদা- বনগাঁ সড়ক যেন মরণ ফাঁদ

বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম কর্মময় জীবনে যন্ত্রচালিত দ্বিচক্রযান মানুষের জীবনে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। গ্রাম হোক বা মফঃসল শহর; কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য এই যানের সাহায্যে সঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে পারে কর্মযোগীর দল। কিন্তু কথিত আছে, মোটর সাইকেল না মরণ সাইকেল। কান মললেই ছুটে চলে দুর্বার গতিতে। তার উপর যদি মদ্যপ 'এ বয়স জানে রক্ত দানের পুর্ণ্য'র হাতে পড়ে এই যান, তাহলে প্রবাদের তাৎপর্য সার্থক হয়ে ওঠে। মোটর সাইকেল হয়ে ওঠে মরণ সাইকেল। বর্তমান সময়ে চাকদা- বনগাঁ সড়কের দিকে একটু নজর দিলেই এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতে একটুও অসুবিধা হয় না। সন্ধ্যার পর থেকে রাত যত গভীর হয়, মরণ ফাঁদের দিকে ছুটে চলা দুর্বার গতির বাইক আরোহীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। দুর্ঘটনাও ঘটে প্রতিনিয়ত। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয় পদযানে চলতি মানুষদের। কেননা ফুটপাত তৈরী হলেও তা দখল করে রেখেছে স্থানীয় ব্যবসাদারগণ। নিজের ক্ষমতায় হোক বা রাজনৈতিক মদতে, নিজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামনের ফুটপাতও তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হচ্ছে। পদচালিত মানুষকে তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা যানবাহনের পাশকাটিয়ে। প্রশাসন যেন সব ক্ষেত্রেই উদাসীন। যানের গতি নিয়ন্ত্রণ বা ফুটপাত পরিস্কার রাখা কোনদিকেই তাদের নজর নেই। যতদিন তা না হচ্ছে, পথ চলতি মানুষের দুর্ভোগ চলছে। চলবে।

রাধা গোবিন্দ মন্দিরে রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গাইঘাটার সিংজোল দক্ষিণপাড়া রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটি স্থানীয় কিশোর সংঘের খেলার মাঠের সংলগ্ন মন্দির প্রাঙ্গনে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে স্বেচ্ছা রক্তদান ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। গত ২ মার্চ অপরাহ্নে ভাগবত পাঠ ও সন্ধ্যায় কোলকাতার বীণাপাণি সম্প্রদায়ের রূপকীর্তন সমবেত ধর্মপ্রান মানুষজনকে মুগ্ধ করে।

পরদিন অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ ৯০জন রক্তদাতার রক্তসংগ্রহ করেন। আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। মন্দির অঙ্গনে শুরু হয় অষ্ট প্রহর ব্যাপী মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠান কমিটির অন্যতম সদস্য শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদার জানান, অষ্টম প্রহর ব্যাপী নাম সংকীর্তনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৬ টি নাম গানের দল নামগান পরিবেশন করে। এদিন মধ্যরাতে হাবড়ার শ্রী দীনবন্ধু সম্প্রদায় পরিবেশিত রাসলীলা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। ৫ মার্চ সকালে নগর পরিক্রমা, ভোগারতি শেষে কয়েক হাজার গ্রামবাসী মহাপ্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় স্বনামধন্য পদাবলী গায়ক গৌরাঙ্গ সুন্দর চক্রবর্তীর কণ্ঠে পদাবলী কীর্তন গান এবং শেষ দিনে জি বাংলা খ্যাতা জনপ্রিয় শিল্পী পৌষালী ব্যানার্জীর গাওয়া লোক সংগীত ও ভক্তি মূলক গানের অনুষ্ঠান

সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে সিংজোল দক্ষিন পাড়া রাধা গোবিন্দ মন্দির কমিটি আয়োজিত এবারের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

গাইঘাটার প্রাক্তন বিধায়ক মন্মথ রায়ের জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৬ মার্চ রাতে চাঁদপাড়ায় নিজেদের বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গাইঘাটার প্রাক্তন বিধায়ক মন্মথ নাথ রায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর পরদিন সকালে মন্মথ বাবুর প্রয়ান সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষজন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। স্থানীয় চৌগাছা মডেল হাই স্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মন্মথ বাবু ছাত্র জীবন থেকেই বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী

ছিলেন, উদ্বাস্তু ও কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে সাধারন মানুষের সেবায় কাজ করে গেছেন। এলেকার মানুষের সঙ্গে তার ছিল মধুর সম্পর্ক।

এহেন সমাজ কর্মী ও জননেতা মন্মথ বাবুর প্রয়ানে এলেকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসে প্রয়াত মন্মথ বাবুর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সিপি আই এম এর লোকাল কমিটির অফিস হয়ে চাঁদপাড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরিশেষে তাঁর শিক্ষক ও শিক্ষিকা পুত্র কন্যা দেবাশিস ও রত্নার উদ্যোগে প্রয়াত বিধায়কের মৃতদেহ কল্যানীর এইমস্ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দান করা হয়। রাতেই চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক এসে মন্মথ বাবুর দান কার চোখের কর্নিয়া নিয়ে যান।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

অ্যান্টিবায়োটিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ কিন্তু আজ তা অভিশাপ

অজয় মজুমদার

অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা বড় আশীর্বাদ। এর প্রয়োগে অনেক রোগের চিকিৎসা আজ সম্ভব হচ্ছে। একসময় যেসব রোগের আক্রমণে মানুষ মারা যেত। এখন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে, আক্রান্ত পশু থেকে মানুষ সবাই সুস্থ হয়ে পূর্বের জীবনে ফিরতে পারছে। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের কাছে মানুষের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আবার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আগের দিনের কাছে নিয়ে যাবে না তো। কেন এর উত্তরটা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

৪৮ব্যাকটেরিয়া হল একটি আদিকোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোশ বিশিষ্ট। অনেকে একে উদ্ভিদ হিসেবেও চিহ্নিত করে। প্রোক্যারিওটিক কোশ মূলত সংঘটিত নিউক্লিয়াস বিহীন এককোষী অণুবীক্ষণিক। ব্যাকটিরিয়লজিস্টদের মত অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়ার প্রজাতির সংখ্যা কমবেশি ১৫ হাজার মতো, এ'পর্যন্ত এটাই আবিষ্কার হয়েছে। গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা। ব্যাকটেরিয়া দুই প্রকার। উপকারী এবং অপকারী। অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপকারী। আর যারা রোগ সৃষ্টি করে তারাই অপকারী। আকৃতি অনুসারে ব্যাকটিরিয়া চার রকমের। কক্কাস, এরা গোলাকার। এরা আবার পাঁচ রকমের। ব্যাসিলাস বা দন্ডাকার। এরা আবার তিন রকমের। স্পাইরিলাম বা সর্পিলাকার। এরা আবার দুই ধরনের। ফ্ল্যাজেলা যুক্ত ও ফ্ল্যাজেলা বিহীন। আর এক ধরনের ব্যাকেটিরিয়া হল ভিব্রিও বা কমা চিহ্নের মতো।

অ্যান্টিমাইক্রোবয়েল ড্রাগ এর অপর নাম অ্যান্টিবায়োটিক। এগুলি মানুষ বা পশুর শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগকে ধ্বংস করা আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে, তবে অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ভাইরাস মারার মতো কোনো প্রযুক্তি মানুষের জানা নেই। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হলো কিছু ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। এইসব ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া গুলো অ্যান্টিবায়োটিক এর উপস্থিতিতে অভিযোজিত হয়ে যায় বলে নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠতে এবং বংশবিস্তার করতে পারে। ফলে মানুষসহ জন্তু-জানোয়ার সবার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অন্য শরীরে ব্যাকটেরিয়া সহজেই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন প্রশ্ন হল রেজিস্ট্যান্ট কেন হয়। ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ তে পরিব্যাপ্তি বা মিউটেশনের ফলে ঘটে। এছাড়াও জিন অপসারণ এর মাধ্যমেও এক প্রজাতির অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার জিন থেকে অন্য প্রজাতি সাধারণ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স লাভ করতে পারে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এমন সব পরিবর্তন ঘটে যে, ওই ব্যাকটেরিয়ার জন্য নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হলেও কোন ক্ষতি ছাড়াই সে বেঁচে থাকতে পারে। বিষয়টি এমন যে দশটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আটটি হয়তো সাধারন কিন্তু দুটি হয়তো রেজিস্ট্যান্স। এই অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে আটটি ব্যাকটেরিয়াই মারা যাবে। কিন্তু টিকে থাকবে দুটি ব্যাকটেরিয়া, তারা শারীরিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যক্তির রোগকে অসহনীয়

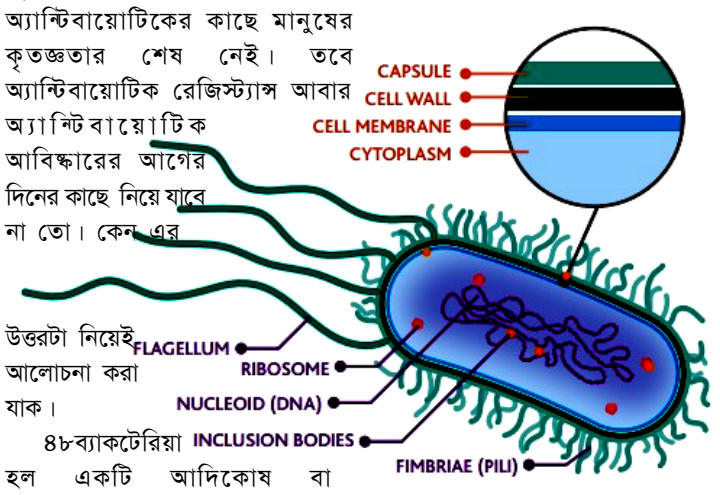

পর্যায়ে নিয়ে যেতে থাকবে। রক্তের বা মুত্রের কালচার, করলে বোঝা যাবে কতগুলি ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট এবং কোন কোনগুলি সেন্সিবিলিটি। যেগুলিই সেন্সিবিলিটি আছে, সেই জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে আক্রমণ প্রশমিত হবে।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কেন বাড়ছে? এই বাড়ার জন্য সংক্রমিত ব্যাকটেরিয়া অমর হয়ে থাকবে। ফলে মানুষের চিন্তার ভাঁজ কপালে পড়েছে। সুতরাং আজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা নতুন সমস্যা। ধীরে ধীরে রেজিস্ট্যান্স প্রবণতা বাড়ছে বই কমছে না। সাম্প্রতিক কালে অত্যাধিক পরিমাণে বা যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে এই জাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। কথায় কথায় সামান্য অসুখেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে। রোগের উপশম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ব্যতিক্রমী দুই-এক ক্ষেত্রে রোগীর দেহে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া থেকে যাচ্ছে ,যাদের উপর অ্যান্টিবায়োটিকের কোন প্রভাব পড়তে পারছে না। এদিকে তারা অ্যান্টিবায়োটিকের সান্নিধ্যে আসার মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন ব্যাটিরিয়ার মধ্যেও একই গুনাগুন দেখা দিচ্ছে'। এভাবেই তারা যার শরীরে বাসা বেঁধেছে, সেখানেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো কমিয়ে দিচ্ছেই, পাশাপাশি সেই শরীর বা হোস্ট অন্য কারো কাছে গেলেই অন্যদের প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এ'ভাবে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে। রেজিস্ট্যান্ট একটা এপিডেমিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

অ্যাটিবায়োটিক শুধু রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে তাই নয়, গবাদি পশুদের দেহে ব্যথা কমানোর ওষুধ ডাইক্লোফেনাক প্রয়োগ করা হয়। পরে কোন কারনে সেই গবাদি পশুর মৃত্যু হলে সেই দেহাবশেষ খেলে শকুনের শরীরেও ডাইক্লোফেনাক ঢুকে পড়ে। এর প্রভাবে শকুনের কিডনি বিকল

চলবে...

মহাসমারোহে শুরু হল ৪ দিন ব্যাপী কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে গত ৭ মার্চ সন্ধ্যায় গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে মহা সমারোহে শুরু হয় ২৪ তম বর্ষের কথা প্রসঙ্গ নাট্য উৎসব। শুরুতে আবাহনী সংগীত শেষে

গোবরডাঙার সংস্কৃতি প্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে ৪ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ নাট্য গুরু শ্যামল দত্ত, নাট্যনির্দেশক আশিস দাস, আশিস চট্যোপাধ্যয় ও নাট্যসমালোচক অভীক ভট্টাচার্য। কথাপ্রসঙ্গ নাট্য দলের কর্নধার বিকাশ বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যরা বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে কথা প্রসঙ্গ তথা নাট্যনির্দেশক বিকাশ বাবুর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমানে নাটকের দর্শকের অপ্রতুলতার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী দিনে শুরুতেই বারাসতের কাল্পিক নাট্যদল মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চ সফল নাটক চোখ নেই। নাটকটির মঞ্চ আবহ ও কুশীলবগণের প্রানবন্ত অভিনয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ইছাপুর আলেয়া পরিবেশিত শুভেন্দু মজুমদার নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক 'গ্রাম' উপস্থিত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে।

বাণীপুর সুন্দরম এর জন ভারত রঙ উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার (N.S.D) ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক মহতী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে। এশিয়া মহদেশের সব থেকে বড় এই জনভারত রঙ উৎসবে সারা দেশের দুহাজারের বেশি নাট্য দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশগ্রহন করে। বিষয় ছিল বিকশিত ভারত, পঞ্চ প্রাণ ও বসুধৈব কুটুম্বকম।

ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার নির্দেশানুযায়ি ২১ ফেব্রুয়ারি জন রঙ উৎসবের শেষ দিনে হাবড়ার বাণীপুর সুন্দর ড্যান্স ইনস্টিটিউব নৃত্য সংস্থার নৃত্যশিল্পীগণ 'বসুধৈব কুটুম্বকম' পরিবেশন করেন। এদিন অন্যান্য নাট্য ও নৃত্য সংস্থার শিল্পীগণের মতো বাণীপুর সুন্দরম এর নৃত্য শিল্পীগণ মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসুধৈব কুটুম্বকম পরিবেশন করেন। যার অর্থ হল সমগ্র পৃথিবী একটি পরিবার। মিনিট কুড়ির এই উপস্থাপনাটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক সুজিত কর্মকার জানান, এনএসডি নির্দেশিত এদিনের নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হল।

তৃণমূলের জনগর্জন সভার প্রস্তুতি সভা বনগাঁ দক্ষিণে

সংবাদদাতা ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আগামী ১০ মার্চ বিগ্রেড সমাবেশের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস। সেই জনগর্জনে সাড়া দিয়ে তৃণমূলের বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার নেতৃত্ব গত ৫ মার্চ চাঁদপাড়ায় একটি সভা করে। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়ায় একটি সভা করে।

এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ গাইঘাটা থানা মার্কেটিং এর অনুষ্ঠান গৃহে অনুষ্ঠিত সভায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের ভূতপূর্ব দলীয় বিধায়ক বর্ষিয়ান সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, দলনেতা ও বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ ঘোষ, সদস্য অজিত সাহা, অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি যুব নেতৃত্ব নিশীথ বালা, নিরুপম রায়, ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব অনুতোষ নাগ এবং চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস প্রমুখ।

বক্তাগণ সকলে আসন্ন লোকসভা নির্বচনে বনগাঁ কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে এখন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনের আহ্বান জানান। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি বুথকে শক্তিশালী করে তোলার এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিটি ভোটারকে রাজ্যের সঠিক উন্নয়নে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানাতে বলেন।

সেই সঙ্গে যাঁরা পদে রয়েছেন, তারা যদি দায়িত্ব নিয়ে কাজ না করেন তাহলে পদ থেকে সরিয়ে দেবারও হুমকি দেন নেতৃবৃন্দ। ইডি সি বি আই সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজ কর্মের এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন বঞ্চনারও তীব্র সমালোচনা করেন উপস্থিত তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। এদিনের সভায় দলীয় নেতাকর্মী এবং সঙ্গে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলে লক্ষ্যনীয়।

আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে প্রেমিকের বাড়িতে ভাঙচুর

প্রতিনিধি ঃ আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে প্রেমিকের বাড়িতে ভাঙচুর চালালো প্রেমিকার প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকেরা। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার পশ্চিমপাড়া এলাকায়। ঘটনাস্থলে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পরে বনগাঁ থানায় ওই ছেলের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছে মেয়ের পরিবার।

আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

উৎকর্ষ বাংলার প্রশিক্ষণ শিবির চাঁদপাড়ার নিরমা নিটিং সেন্টারে

নীরেশে ভৌমিক ঃ রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকর্ষ বাংলা দফ্তর। গত ৭ মার্চ চাঁদপাড়ার নিরমা নিটিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় এক বিশেষ কারিগরী প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করে উৎকর্ষ বাংলা বিভাগ। ১৯৯২ সালে এলেকার অসহায় দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বৌ এবং বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগপতি ভারতী বিশ্বাস নিরমা নিটিং সেন্টার চালু করেন। শ্রীমতী বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রয়াসে সেই সংস্থায় বহু বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তাঁর অকাল প্রয়ানের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র অভিজিৎ (অপু) এর আন্তরিক চেষ্টায় সেই প্রতিষ্ঠান আরোও এগিয়ে চলেছে এবং এলেকার দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়ে ও গৃহবধূদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

অভিজিৎ বাবুর এই প্রয়াসকে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এসেছে জেলার উৎকর্ষ বাংলা বিভাগ। বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষন শিবিরে উপস্থিত জেলার প্রকল্প আধিকারিক সৌমেন চৌবে আয়োজিত প্রশিক্ষন শিবিরে প্রশিক্ষন নিয়ে স্বনির্ভর হবার বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। মিঃ চৌবে জানান, বিনা ব্যয়ে এই প্রশিক্ষন নিয়ে স্বল্প সুদে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিয়ে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহনকারীগণ সরকার থেকে যাতায়াত খরচও পাবেন। রাজ্য সরকারের থেকেও অনুদান হিসেবে কিছু অর্থ মিলবে। বর্তমানে এখানে ফ্যাশান ডিজাইনার, গার্মেন্টিস্ ইত্যাদি সহ নিটিং এর উপর প্রশিক্ষন চলবে।

মহিলাদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন প্রকল্প আধিকারিক মিঃ চৌবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের অধ্যাক্ষ ড. কামাল উদ্দিন, মধ্যমগ্রাম এপিসি কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি ড. নিখিল চন্দ্র হালদার, এইড ডি এফ সি ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার ম্যানেজার শৈবাল ব্যানার্জী, হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের অধ্যাপক সৈকত দত্ত, বিদ্যুৎ দফ্তরের বনগাঁর ডিভিশনাল ম্যানেজার ইমন চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার অনিন্দ্য সাহা গাইঘাটা ব্লকের আই ডি ও দেবাশিস দাস, চাঁদপাড়ার উপ প্রধান বৈশাখী বর, নিরমা নিটিং এর অভিভাবক অনিল টিকাদার, তপন বিশ্বাস, হারাধন কোনার ও শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাস প্রমুখ। নিরমা নিটিং-এর প্রান পুরুষ অভিজিৎ টিকাদার সকলকে স্বাগত জানান এবং আয়োজিত প্রশিক্ষনের সাফল্য কামনা করেন। অভিজিৎ বাবু জানান, এখন পর্যন্ত ৪০০ জনের মতো বেকার যুবক যুবতী প্রশিক্ষনের জন্য নাম নথিভূক্ত করেছেন। উপস্থিত সকলের মধ্য এদিন বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রবিবার P.R.M.P.W.A. বনগাঁ শাখার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত করা হয় বনগাঁ পৌরসভার চন্দ্রিকা হলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ হাসপাতালের ডাক্তার সুরজ কান্তি রায়, স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: শংকর কুমার মন্ডল সহ P.R.M.P.W.A কর্ণধার শ্রী বিশ্বদেব কুমার, জেলা কনভেনর শ্রী উদয় ব্যানার্জি এবং হাবড়া ও বনগাঁ ইউনিটের সমস্ত সদস্যরা। **ছবি ও তথ্য ঃ সায়ন ঘোষ**

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

এসএফআই বনগাঁ শাখার আয়োজনে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : এসএফআই বনগাঁ শাখার আয়োজনে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই দিনের খেলায় ১৬ টি দল অংশ নেয়। বনগাঁ দুই ও ছয় নম্বর ইউনিটের আয়োজনে হয় এদিনের প্রতিযোগিতা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাকে সামনে রেখে শহীদ কম: সুদীপ্ত গুপ্ত স্মরণে আয়োজিত হয় ১৬ দলীয় নকআউট শর্টহ্যান্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্থানীয় দলের পাশাপাশি জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে এবং জেলার বাইরে থেকেও বিভিন্ন দল খেলায় অংশগ্রহণ করেন। খেলা শেষে বিজয়ী হয় সন্দেশখালি সামুরাই এবং রানার্স আপ হয় স্থানীয় চাঁপাবেড়িয়ার একটি দল।

এদিনের খেলা প্রাঙ্গণে অনেক ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ সকাল থেকেই খেলা দেখার জন্য ভিড় জমান। উপস্থিত ছিলেন এসএফআই উঃ ২৪ পরগনা জেলা

সম্পাদক কম: আকাশ কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কম: সন্দীপ আচার্য্য, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম: ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সহ রাজ্য কমিটির সদস্য সন্দীপ আচার্য্য। এই প্রসঙ্গে এসএফআই বনগাঁ শহর লোকাল কমিটির সম্পাদিকা সঞ্চিতা পান্ডে বলেন, "আমাদের মূল বার্তা হল সাম্প্রদায়িকতা সরিয়ে সম্প্রীতি গড়ে তোলা। আজকের খেলাটি মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাকে সামনে রেখে শহীদ কম: সুদীপ্ত গুপ্ত স্মরণে আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের সংগঠন মানুষের কথা বলে এবং এই খেলার মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে আরও জাগরণ নবজাগরণ ঘটানো।"

‘এ্যাথলেটিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল ট্রেনিং অ্যাকাডেমি’র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সার্বভৌম সমাচার : ঠাকুরনগর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হল ‘এ্যাথলেটিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল ট্রেনিং অ্যাকাডেমি’র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রবিবার একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে এর উদ্বোধন করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট এ্যাথলেটিক ও ক্রীড়া সংগঠন এ্যাথলেটিক কোচেস এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসিএবি)-এর কনভেনর ইসমাইল সরদার। এদিন ৩৮টা ইভেন্টে প্রায় ৪৫০ প্রতিযোগী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রবীণ ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার ‘সার্বভৌম সমাচার’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, তাদের উদ্দেশ্য হল, খেলাধুলার মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া। তিনি বলেন, এ্যাথলেটিকসের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, বাজেটে অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গেমসে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ীদের মেডেলের শ্রেণি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে পুলিশ প্রতিষ্ঠানে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদ পর্যন্ত এবং অন্যান্য সরকারি দফতরে চাকরির সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রবীণ এ্যাথলেটিক ও ক্রীড়া সংগঠন ‘এসিএবি’র কনভেনর ইসমাইল সরদার।

চাকুরি প্রাপ্তদের শ্যামা পুজো ঢাকুরিয়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলি মতো এবারও চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুল মাঠে শ্রী শ্রী শ্যামা পুজোর আয়োজন করে স্কুল মাঠ পুজো কমিটি। এই মাঠে সারা বছর নিয়মিত শারীর চর্চা করে পুলিশ মিলিটারি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনীতে চাকুরি পান বহু বেকার যুবক যুবতী। তাদেরই উদ্যোগে ও ব্যস্থাপনায় প্রতি বছর এই মাঠ পুজো সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা চাকুরি লাভের আশায় নিয়মিত প্যাক্‌টিস করে চলেছেন, তারাও এই পুজোকে সার্থক করে তুলতে সহযোহিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

গত ২ মার্চ স্কুল মাঠের সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপে মহাসমারোহে মাতৃ আরাধনা সম্পন্ন হয়। পুজো করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বরূপ চক্রবর্তী। দর্শনীয় আলোক সজ্জা ও অগনিত ভক্ত সহ এলেকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুজো প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্টজন পুজোয় উপস্থিত হয়ে আয়োজকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে যান। সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত অবধি কয়েক হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহন করেন। সকলকে স্বাগত জানান প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দাস ও রিন্টু চক্রবর্তী। পুজোকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন শিক্ষক নারায়ণ পোদ্দার, অনুপন সেনগুপ্ত সহ আরোও অনেকে। মাঠে পুজো ও প্রসাদ বিতরণ সহ সমস্ত কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও প্রতিমা আনার শোভাযাত্রা থেকে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ কানে আসে।

গর্জন সভার প্রস্তুতি মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে লক্ষ্মীর ঘট হাতে নিয়ে মিছিল মহিলাদের

প্রতিনিধি ঃ ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভার প্রস্তুতি মিছিলে কয়েক হাজার মানুষের ঢল নামল বনগাঁয়। সোমবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিইউসির ডাকে মহিলারা লক্ষ্মীর ঘট মাথায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শহর পরিক্রমা করলেন। মহিলারা জানালেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বৃদ্ধি করেছেন। সে কারণে তাকে শুভেচ্ছা জানাতেই লক্ষ্মীর ঘট নিয়ে আমরা আজ মিছিল করছি। সকাল দশটা নাগাদ বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক থেকে শুরু হয়ে বনগাঁ স্টেশন সংলগ্ন মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে মহিলাদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, আইএনটিটিইউসির বনগাঁ জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের দেওয়া টাকার পরিমাণ বাড়িয়েছেন। সে কারণে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন বলে জানিয়েছিলেন। যারা পেতেন ৫০০, ১০০০, তারা পাচ্ছেন হাজার ১২০০। কেন্দ্র সরকারের শত বঞ্চনা স্বত্ত্বেও দিদি আমাদের ভাতা বাড়িয়েছেন। দিদিকে শুভেচ্ছা জানাতেই হবে বললেন গৃহিনীরা। আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাকে শুভেচ্ছা জানাতেই লক্ষ্মীর ঘট হাতে নিয়ে মিছিলে সামিল হয়েছেন মহিলারা।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**